আব্বাসি খিলাফাহ

আব্বাসি খিলাফাহ

ইমরান রাইহান

ইত্তিহাদ

আব্বাসি খিলাফাহ
ইমরান রাইহান

প্রকাশক : মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক
ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২০
স্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতিখার তারিক
বানান-সমন্বয় : নাশাত

শুভেচ্ছা মূল্য : ৮০০ (আটশত টাকা) মাত্র।

অর্পণ

মাওলানা খুরশিদ আলম কাসেমী

বারমাকিদের পতনের গল্প শুনেছি প্রথম আপনার মুখে, দিনের পর দিন আপনার ইতিহাসের আলোচনা আমাকে টেনে এনেছে ইতিহাসের গলিপথে। আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ শুকরিয়া।

ইমরান রাইহান

লেখকের কথা

ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসিদের শাসনকাল এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময় মুসলিম সাম্রাজ্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। আব্বাসিরা শাসন করেছিলেন মোটামুটি স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যচর্চার সুযোগ তারা কাজে লাগিয়েছেন পুরোপুরিই। তাদের সময়ে গড়ে উঠেছিল বাইতুল হিকমাহ। নানা ভাষা থেকে জ্ঞান অনূদিত হয়েছে আরবি ভাষায়। হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ সংকলিত হয়েছে তাদের শাসনামলে। নানামুখী অবদানের কারণে আব্বাসি খিলাফাহ তাই স্মরণীয় হয়ে আছে।

ছাত্রজীবন থেকে আব্বাসিদের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। ফলে তাদের সম্পর্কে টুকটাক পড়াশোনা করছিলাম ক'বছর ধরেই। বাংলায় আব্বাসিদের সম্পর্ক তেমন বইপত্র পাইনি। যা কিছু পেয়েছি সেগুলোর তথ্যের ব্যাপারেও রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। বেশিরভাগ লেখক মূল আরবি ইতিহাসগ্রন্থগুলো পড়েননি। তারা ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখা থেকে তথ্য নিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন। ফলে তাদের লেখায় চলে এসেছে এমন অনেক তথ্য, গবেষকদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া ঘটনা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা ইসলামের ইতিহাসের মূল আবেদন নষ্ট করেছে।

বিভিন্ন সময় অনেকে বাংলায় রচিত আব্বাসিদের ইতিহাস সম্পর্কিত বইপত্রের সন্ধান চেয়েছেন। আফসোস, তাদেরকে এমন কোনো বইয়ের সন্ধান দিতে পারিনি, যার তথ্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার শিক্ষক ও বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি নানা সময়ে। শিক্ষকদের পরামর্শ ছিল, সুযোগ পেলে এই বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি বই লিখে ফেলা, যেখানে জটিল আলোচনা পরিহার করে শুধু ইতিহাসের মৌলিক কাঠামো স্পষ্ট করা হবে।

শিক্ষকদের কথা সাহস ও উৎসাহ যোগায়। কিন্তু তারপরও একটি সমস্যা থেকে যায়। একজন তরুণ লেখকের মৌলিক গ্রন্থ ছাপানোর সাহস কেই-বা করবে? তা ছাড়া পাঠকও এই ধরনের বই পড়তে প্রস্তুত কিনা সেই প্রশ্নও সামনে ছিল। ফলে নিজের স্বপ্ন বুকে রেখে দিনযাপন করতে থাকি। গতবছরের মাঝামাঝি সময়ে পরিচয় হয় মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক

সাহেবের সাথে। কথায় কথায় তিনি জানালেন বাংলাভাষায় ইতিহাস নিয়ে মৌলিক কিছু কাজ করার ইচ্ছার কথা। তিনি চান ইসলামের পুরো ইতিহাস বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে। প্রতিটি খিলাফাহ ও সাম্রাজ্য নিয়ে পৃথক পৃথক বই করতে। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যেকোনো একটি বিষয় দিয়ে কাজটি শুরু করতে। অনেক চিন্তাভাবনার পর আল্লাহর উপর ভরসা করে আব্বাসি অংশের কাজ হাতে নেওয়ার সাহস করি।

কাজটি করার সময় আমি কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখার চেষ্টা করেছি। শুরু থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল বইটি লেখা হবে একদম সাধারণ পাঠকের জন্য, যারা আরবি বা উর্দু জানেন না। তারা যেন এমন একটি বই সামনে পান, যেখানে আব্বাসি খিলাফাহর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোটাদাগের কথাগুলো চলে আসবে। এজন্য জটিল আলোচনা এড়িয়ে গেছি। বিশেষ করে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক সংঘাতের একঘেয়ে বিবরণগুলোও অনেক সংক্ষেপ করেছি, যেন পাঠক বিরক্তবোধ না করেন। কোথাও জরুরি মনে করলে ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সাধারণত, ইতিহাসগ্রন্থে রাজনৈতিক বিষয়গুলোই বেশি আলোচনা করা হয়, যা অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। পাঠক হিসেবে আমি নিজেও এই সমস্যায় ভুগেছি অনেক সময়। এই বইতে তাই রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও আলোচনা করেছি। চেষ্টা করেছি আলোচনা যেন পাঠকের কাছে একঘেয়ে হয়ে না ওঠে। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের হাতে।

শুরুতে ভয় ছিল এত বড় কাজ করতে পারবো কিনা। বিশেষ করে নিজের অস্থিরচিত্ত ও অলসতা নিয়ে ভয়টা বেশি ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে কাজ শুরু করার পর কাজ এগিয়ে গেছে সামনে। আমি মনে করি এটি যোগ্যতা বা অন্যকিছুর কারণে হয়নি। এটি সম্ভব হয়েছে আমার প্রতি আমার উস্তাদ ও বন্ধুদের দোয়ার কারণে। তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ কাজটি শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন। কাজ চলাকালে আমার একজন উস্তাদ বলেছিলেন, প্রতিদিন তোমার এই কাজটির জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ যেন সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার তাওফিক দেন।

বইটি প্রকাশের মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার দুজন উসতাদ মাওলানা শোয়াইব কাসেমী নদভী হাফিজাহুল্লাহ ও মাওলানা নুরুল ইসলাম কাসেমী হাফিজাহুল্লাহর কথা। আমার প্রতি তাদের স্নেহ ও শাসন ভোলার মতো নয়। ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব সাহস করে এই বইটি প্রকাশ করছেন, তার প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা। এই বইয়ের কাজ চলাকালে

তিনি আমাকে আর্থিক সকল চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। যখন যা বইপত্র দরকার হয়েছে, বলামাত্র ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটি তার বড় মনের পরিচয়। আল্লাহ তাকে ভালো রাখুক।

মাহবুবুল মুরসালিন, মাহমুদ সিদ্দিকী, আবদুল্লাহ বিন বশির, সৈয়দ ইসহাক হোসেন, হেমায়েতুল্লাহ, আতিক উল্লাহ আমান, আনাস বিন ইউসুফ, মাঈনুদ্দিন তাওহিদ, মাহমুদ মাসরুর, হিশাম বিন হাশেম ও অন্য বন্ধুরা কাজ চলাকালে বার বার খোঁজখবর নিয়েছে। নানাভাবে সাহায্য করেছে। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিক।

জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন বইটিতে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেকোনো ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের জানালে দ্রুত শুধরে নেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমরান রাইহান
আজিমপুর, ঢাকা।
১০/০৭/২০২০

সূচিপত্র
(সংক্ষিপ্ত)

উমাইয়াদের শাসন ২৫
আবুল আব্বাস সাফফাহ ৩৯
আবু জাফর মানসুর ৪৫
আল মাহদি ৬৫
মুসা আল হাদি ৭৬
হারুনুর রশিদ ৭৮
আল আমিন ১০৯
মামুনুর রশিদ ১১৫
আল ওয়াসিক বিল্লাহ ১৪৫
আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ১৫৩
আল মুনতাসির বিল্লাহ ১৬৯
আল মুস্তাইন বিল্লাহ ১৭১
আল মুতায বিল্লাহ ১৭৬
আল মুহতাদি বিল্লাহ ১৭৮
আল মুতামিদ আলাল্লাহ ১৮২
আল মুতাজিদ বিল্লাহ ১৮৯
আল মুকতাফি বিল্লাহ ১৯৭
আল মুকতাদির বিল্লাহ ২০০
আল কাহির বিল্লাহ ২১২
আর রাযি বিল্লাহ ২১৪
আল মুত্তাকি বিল্লাহ ২১৬
আল মুসতাকফি বিল্লাহ ২১৮
আল মুতি লিল্লাহ ২২০
আত তাঈ লিল্লাহ ২২৫
আল কাদির বিল্লাহ ২২৭
আল কায়েম বি আমরিল্লাহ ২৩৬
আল মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ ২৪৩

আল মুসতাযহির বিল্লাহ ২৪৫
আল মুসতারশিদ বিল্লাহ ২৪৮
আর রাশিদ বিল্লাহ ২৫০
আল মুকতাফি লি আমরিল্লাহ ২৫১
আল মুসতানজিদ বিল্লাহ ২৫২
মুসতাযি বি-আমরিল্লাহ ২৫৪
নাসির লি-দীনিল্লাহ ২৫৫
আয যাহির বি-আমরিল্লাহ ২৭০
আল মুসতানসির বিল্লাহ ২৭২
আল মুসতাসিম বিল্লাহ ২৭৪
আব্বাসি সাম্রাজ্যের পতন : একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা ২৭৭
আব্বাসি যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ ২৮২
আব্বাসি যুগের সমাজব্যবস্থা ৩০৮
আব্বাসি শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ৩৬৫
আব্বাসিদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ৩৯৪
আব্বাসি শাসনামলে চারুকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ও লিপিকলা ৪১৪
সমকালীন অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ৪২৩
আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ৪২৫

সূচিপত্র
(বিস্তারিত)

উমাইয়াদের শাসন..... ২৫
আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা..... ২৮
আবুল আব্বাস সাফফাহ..... ৩৯
আবু জাফর মানসুর ৪৫
জন্ম ৪৫
শাসনক্ষমতায় ৪৫
আবু মুসলিম খোরাসানির হত্যাকাণ্ড..... ৪৬
আবু মুসলিম খোরাসানি হত্যার প্রতিক্রিয়া ৫১
অন্যান্য ঘটনা ৫২
আন্দালুসে স্বাধীন উমাইয়া শাসনের সূচনা..... ৫৪
আবু জাফর মানসুরের গোপন বেদনা..... ৫৬
ইমাম আবু হানিফার সাথে দ্বন্দ্ব..... ৫৮
মৃত্যু ৬১
আবু জাফর মানসুরের শাসনকাল সম্পর্কে মূল্যায়ন ৬১
আল মাহদি ৬৫
প্রাথমিক জীবন ৬৫
সিংহাসনে আরোহণ ৬৫
বিদ্রোহ ৬৬
যুদ্ধাভিযান..... ৬৭
জিন্দিকদের সাথে লড়াই..... ৬৯
মাহদির যুগে স্থাপত্য ও নির্মাণ ৭১
মৃত্যু ৭২
স্বভাব-বৈশিষ্ট্য..... ৭২
মুসা আল হাদি..... ৭৬
প্রাথমিক জীবন ৭৬
শাসনক্ষমতা ৭৬
মৃত্যু ৭৭

হারুনুর রশিদ ৭৮
প্রাথমিক জীবন..... ৭৮
শাসনক্ষমতা ৭৮
যুবাইদা বিনতে জাফর..... ৮০
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৮৪
হারুনুর রশিদের যুদ্ধাভিযান ৮৪
বারমাকিদের পতন ৮৮
বারমাকিদের পরিচয় ৮৯
জাফর বারমাকি..... ৯১
জাফর-হত্যার স্বরূপ সন্ধান..... ৯১
বারমাকিদের পতন-অপপ্রচারের আড়ালে..... ৯৪
তাবারির বর্ণনার দুর্বলতা..... ৯৬
বারমাকিদের পতন- একটি নির্মোহ পর্যালোচনা..... ৯৯
মৃত্যু..... ১০১
কসরুল খুলদ ১০২
হারুনুর রশিদের বৈশিষ্ট্য ১০৩
হারুনুর রশিদের রাজ্যে ১০৬
আল আমিন..... ১০৯
প্রাথমিক জীবন ১০৯
খিলাফতলাভ ১০৯
আমিনের ব্যক্তিত্ব..... ১১০
আমিন-মামুনের দ্বন্দ্ব..... ১১০
মামুনুর রশিদ..... ১১৫
প্রাথমিক জীবন..... ১১৫
মামুনের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ..... ১১৭
খলিফা মামুনের যুদ্ধাভিযান..... ১১৮
মামুনের ধর্মীয় অবস্থান ১২০
খলকে কুরআনের ফিতনা ১২২
মৃত্যু..... ১২৬
খলিফা মামুনের বৈশিষ্ট্য..... ১২৭
মুতাসিম বিল্লাহ..... ১৩২
প্রাথমিক জীবন..... ১৩২
মুতাসিমের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৩২

ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের সাথে দ্বন্দ্ব ১৩৪
তুর্কি সেনাবাহিনী গঠন ১৪১
মৃত্যু ১৪১
খলিফা মুতাসিমের বৈশিষ্ট্য ১৪৩
আল ওয়াসিক বিল্লাহ ১৪৫
প্রাথমিক জীবন ১৪৫
শাসনকাল ১৪৫
ওয়াসিক : পিতা ও চাচার পথ ধরে ১৪৭
মৃত্যু ১৫১
বৈশিষ্ট্য ১৫১
আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ১৫৩
প্রাথমিক জীবন ১৫৩
ক্ষমতায় আরোহণ ১৫৩
প্রশাসনে সংস্কার ১৫৪
মুতাওয়াক্কিল ও মুতাজিলা মতবাদ ১৫৬
জিম্মিদের সাথে আচরণ ১৫৭
আলাবিদের সাথে সম্পর্ক ১৬১
রোমানদের সাথে লড়াই ১৬২
নির্মাণ ও স্থাপত্য ১৬৪
মৃত্যু ১৬৪
মুতাওয়াক্কিলের বৈশিষ্ট্য ১৬৫
একটি পর্যালোচনা ১৬৬
আল মুনতাসির বিল্লাহ ১৬৯
জীবন ১৬৯
আল মুস্তাইন বিল্লাহ ১৭১
প্রাথমিক জীবন ১৭১
ক্ষমতায় আরোহণ ১৭১
শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৭২
পর্যালোচনা ১৭৫
আল মুতায বিল্লাহ ১৭৬
প্রাথমিক জীবন ১৭৬
শাসনকালের ঘটনা ১৭৬
শাসনের অবসান ১৭৭

আল মুহতাদি বিল্লাহ ১৭৮
প্রাথমিক জীবন ১৭৮
শাসনকাল ১৭৮
একটি পরিকল্পনা ও ব্যর্থতা ১৭৯
পর্যালোচনা ১৮০
আল মুতামিদ আলাল্লাহ ১৮২
প্রাথমিক জীবন ১৮২
শাসনকাল ১৮২
জানযিদের অরাজকতা ১৮২
রোমানদের সাথে লড়াই ১৮৬
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭
মুতামিদের মৃত্যু ১৮৮
আল মুতাজিদ বিল্লাহ ১৮৯
প্রাথমিক জীবন ১৮৯
শাসনকাল ১৮৯
মৃত্যু ১৯১
বৈশিষ্ট্য ১৯২
আল মুকতাফি বিল্লাহ ১৯৭
প্রাথমিক জীবন ১৯৭
শাসনকালের ঘটনা ১৯৭
মৃত্যু ১৯৯
আল মুকতাদির বিল্লাহ ২০০
প্রাথমিক জীবন ২০০
শাসনকাল ২০০
নাটকীয় পরিস্থিতি ২০৩
কারামেতাদের মক্কা আক্রমণ ২০৪
রোমান দূতের বিস্ময় ২০৫
মুকতাদিরের শাসনামলে প্রাচুর্য ২০৬
উবাইদি সাম্রাজ্যের সূচনা ২০৭
আন্দালুসে খিলাফতের ঘোষণা ২০৯
মৃত্যু ২১০
ব্যক্তিগত স্বভাব ২১১
আল কাহির বিল্লাহ ২১২

প্রাথমিক জীবন ২১২
শাসনকাল ২১২
মৃত্যু ২১৩
আর রাযি বিল্লাহ ২১৪
প্রাথমিক জীবন ২১৪
শাসনকাল ২১৪
মৃত্যু ২১৫
আল মুত্তাকি বিল্লাহ ২১৬
আল মুসতাকফি বিল্লাহ ২১৮
বুয়াইহিদের কর্তৃত্ব: একটি পর্যালোচনা ২১৮
আল মুতি লিল্লাহ ২২০
প্রাথমিক জীবন ২২০
শাসনকাল ২২০
আত তাঈ লিল্লাহ ২২৫
প্রাথমিক জীবন ২২৫
শাসনকাল ২২৫
ক্ষমতার অবসান ২২৬
আল কাদির বিল্লাহ ২২৭
প্রাথমিক জীবন ২২৭
শাসনকাল ২২৭
শক্তিশালী মিত্র ২২৮
ব্যতিক্রমী খলিফা ২৩০
আহলুস সুন্নাহর আকিদা প্রচার ২৩২
মৃত্যু ২৩৪
বৈশিষ্ট্য ২৩৪
আল কায়েম বি আমরিল্লাহ ২৩৬
প্রাথমিক জীবন ২৩৬
জালালুদ্দৌলার বিরুদ্ধে সেনাবিদ্রোহ ২৩৬
সেলজুকদের উত্থান ২৩৭
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৪০
মৃত্যু ২৪০
বৈশিষ্ট্য ২৪০
বুয়াইহিদের শাসনকাল : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৪১

আল মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ ২৪৩
প্রাথমিক জীবন ২৪৩
শাসনকাল ২৪৩
মৃত্যু ২৪৪
বৈশিষ্ট্য ২৪৪
আল মুসতাযহির বিল্লাহ ২৪৫
প্রাথমিক জীবন ২৪৫
ক্রুসেডের সূচনা ২৪৫
মৃত্যু ২৪৭
আল মুসতারশিদ বিল্লাহ ২৪৮
প্রাথমিক জীবন ২৪৮
শাসনকাল ২৪৮
মাসউদ জংগের সাথে দ্বন্দ্ব ও লড়াই ২৪৯
বৈশিষ্ট্য ২৪৯
আর রাশিদ বিল্লাহ ২৫০
প্রাথমিক জীবন ২৫০
অল্পদিনের শাসন ২৫০
আল মুকতাফি লি আমরিল্লাহ ২৫১
প্রাথমিক জীবন ২৫১
শাসনকালের ঘটনা ২৫১
মৃত্যু ২৫১
বৈশিষ্ট্য ২৫১
আল মুসতানজিদ বিল্লাহ ২৫২
প্রাথমিক জীবন ২৫২
শাসনামলের ঘটনা ২৫২
মৃত্যু ২৫৩
মুসতাযি বি-আমরিল্লাহ ২৫৪
প্রাথমিক জীবন ২৫৪
শাসনকাল ২৫৪
মৃত্যু ২৫৪
নাসির লি-দীনিল্লাহ ২৫৫
প্রাথমিক জীবন ২৫৫
সমসাময়িক শাসকগণ ২৫৫

শাসনকালের ঘটনা ২৫৬
খাওয়ারিজম শাহের সাথে দ্বন্দ্ব ২৫৭
তাতার আক্রমণের প্রেক্ষাপট ২৬১
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন ২৬৪
খলিফা নাসিরের মৃত্যু ২৬৭
বৈশিষ্ট্য ২৬৭
আয যাহির বি-আমরিল্লাহ ২৭০
আল মুসতানসির বিল্লাহ ২৭২
মৃত্যু ২৭৩
বৈশিষ্ট্য ২৭৩
আল মুসতাসিম বিল্লাহ ২৭৪
প্রাথমিক জীবন ২৭৪
শাসনকালের ঘটনা ২৭৪
আব্বাসি সাম্রাজ্যের পতন : একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা ২৭৭
আব্বাসি যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ ২৮২
মুকান্নার বিদ্রোহ ২৮২
বাবাক খুররামি- ইতিহাসের এক নৃশংস খুনি ২৮৮
আম্মুরিয়ার যুদ্ধ ২৯২
সিসিলি জয় ২৯৫
ক্রুসেড ও তাতার আক্রমণের যুগ- নিষ্ক্রিয় আব্বাসিগণ ৩০৩
আব্বাসি যুগের সমাজব্যবস্থা ৩০৮
পোশাক ৩১০
ঘরের আসবাবপত্র ৩১১
খাবার ৩১২
গৃহ-নির্মাণ ৩১৩
আতিথেয়তা ৩১৩
হাম্মাম ৩১৪
বিনোদন ৩১৫
সুগন্ধি ৩১৬
ঋতুবদলের দিনগুলোতে ৩১৬
বাগান ও লেক ৩১৭
জনগণের নিরাপত্তা ৩১৯
অর্থনৈতিক জীবন ৩২১

কৃষি ৩২৩
ওয়াররাকদের বিচিত্র জীবন ৩২৪
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ৩৩১
হাসপাতাল ৩৩৪
ধর্মীয় ফিরকা ৩৩৮
মুতাজিলা- বুদ্ধিবৃত্তিকতার আড়ালে হিংস্র রূপ ৩৩৯
মুতাজিলা মতবাদের খণ্ডনে ধর্মতাত্ত্বিক বিকল্প ৩৪৬
এসাসিনদের রক্তাক্ত জগৎ ৩৪৯
ইখওয়ানুস সফা– রহস্যময় ভ্রাতৃসংঘ ৩৫৭
খারেজিদের পদধ্বনি ৩৫৮
কারামেতা– হাজরে আসওয়াদের চোর ৩৬১
আব্বাসি শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ৩৬৫
প্রাথমিক শিক্ষা ৩৬৫
উচ্চশিক্ষা ৩৬৮
রিহলাহ ৩৭৫
পাঠাগার ৩৭৮
আদাদ উদ দৌলার কুতুবখানা ৩৮২
আবুল হাসান মুহাম্মদের কুতুবখানা ৩৮২
জামিয়া নিজামিয়া বাগদাদের কুতুবখানা ৩৮৩
মুসতানসিরিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৩
ফাদেলিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৪
মাহমুদিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৪
আদেলিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৪
নুরিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৫
শরফিয়া মাদরাসার কুতুবখানা ৩৮৫
জামে উমাবির কুতুবখানা ৩৮৬
জামে কাইরাওয়ানের কুতুবখানা ৩৮৬
ইমাম ওয়াকেদির পাঠাগার ৩৮৬
আবুল বাকার কুতুবখানা ৩৮৬
উবাইদুল্লাহ বিন আলির কুতুবখানা ৩৮৭
ফাতাহ বিন খাকানের কুতুবখানা ৩৮৭
সাহেব বিন আব্বাদের কুতুবখানা ৩৮৭
হুনাইন বিন ইসহাকের কুতুবখানা ৩৮৭

ইমাদুদ্দীন ইস্ফাহানির কুতুবখানা ৩৮৮
ইবনে যিয়াতের পাঠাগার ৩৮৮
কাজি ফাযেলের পাঠাগার ৩৮৮
ইবনুল জাওজির পাঠাগার ৩৮৯
নিজামুল মুলক তুসির পাঠাগার ৩৮৯
ইবনে ফুরাতের পাঠাগার ৩৮৯
জামে ইবনে তুলুনের কুতুবখানা ৩৯০
দারুল হিকমাহ ৩৯০
হাকামের পাঠাগার ৩৯০
আমির আবুল ফজলের কুতুবখানা ৩৯০
জামিয়া নিজামিয়া নিশাপুরের কুতুবখানা ৩৯১
মুহাম্মদ বিন ফজলের কুতুবখানা ৩৯১
এক নজরে আব্বাসি শাসনামলে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৯২
আব্বাসিদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ৩৯৪
খলিফাগণ –ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু ৩৯৪
উজির ৩৯৫
করবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৯৬
সুলতান ৩৯৭
বিভিন্ন সরকারি দফতর ৩৯৭
কাজিউল কুজাত ও বিচারব্যবস্থা ৪০০
প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ৪০১
পুলিশবিভাগ ৪০২
সেনাবাহিনী ৪০৯
নৌবাহিনী ৪১২
আব্বাসি শাসনামলে চারুকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ও লিপিকলা ৪১৪
স্থাপত্যশিল্প ৪১৪
আব্বাসি শাসনামলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ৪১৫
বাগদাদ- পৃথিবীর রাজধানী ৪১৬
চিত্রকলা ৪২০
হস্তলিপি ৪২১
সমকালীন অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ৪২৩
ফ্রাংকদের সাথে সম্পর্ক ৪২৩
বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক ৪২৩

ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক ৪২৪
আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ৪২৫
চিকিৎসাশাস্ত্র ৪২৫
দর্শনশাস্ত্র ৪২৭
জ্যোতিষশাস্ত্র ৪২৮
ভূগোল ৪৩০
গণিতশাস্ত্র ৪৩৩
রসায়ন ৪৩৪
খনিজবিজ্ঞান ৪৩৫
ইতিহাসশাস্ত্র ৪৩৫
জীবনী সাহিত্য- ইসলামি ইতিহাসে যেভাবে চর্চিত হয়েছে ৪৩৭
যে ধারায় লিখিত হয়েছে জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো ৪৩৯
জীবনীর উপর দেওয়া হতো স্বতন্ত্র দরস ৪৪১
মুসলমানদের জীবনী-সাহিত্য যে কারণে অনন্য ৪৪১
সাহিত্য ৪৪২
হাদিসশাস্ত্র ৪৪৪
ফিকহশাস্ত্র ৪৪৫
গ্রন্থপঞ্জি ৪৪৭
পাঠকের পাতা ৪৫৫

আব্বাসি খিলাফাহ

উমাইয়াদের শাসন

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে খিলাফত ও নেতৃত্বের প্রশ্নে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার সমাপ্তি ঘটে ৪১ হিজরির রবিউস সানিতে[১], যখন হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি চুক্তির মাধ্যমে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। চুক্তি অনুসারে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকটি শর্ত মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এই চুক্তির ফলে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমবিশ্বের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন। এখান থেকেই সূচনা হয় উমাইয়া-শাসনের।

খিলাফতে রাশেদার পর বনু উমাইয়ার শাসন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ফিতনার সময়ে মুসলমানদের যে বিজয়াভিযান থেমে গিয়েছিল, উমাইয়াদের হাতে নতুন করে তা শুরু হয়। তাদের সময়েই নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উমাইয়াদের পরে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা খুব একটা বিস্তৃত হয়নি। তাদের সময়েই উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুস জয় করেন উকবা বিন নাফে ও মুসা বিন নুসাইর। মধ্য-এশিয়া ও চীনের একাংশ জয় করেন কুতাইবা বিন মুসলিম। সিন্ধ ও মুলতান জয় করেন মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাহ ও মুহাম্মদ ইবনে কাসিম। ককেশাস জয় করেন মাসলামা বিন আবদুল মালিক ও মারওয়ান বিন মুহাম্মদ। তাদের এসব অভিযানে অনেক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন, যাদের নামধাম, বংশপরিচয় আজ আমাদের অজানা। জমিনে তারা অপরিচিত কিন্তু রবের কাছে তারা পরিচিত, সম্মানিত, ইনশাআল্লাহ। তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসের মায়া ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিলেন বন্ধুর পথ, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন সমুদ্র, অতিক্রম করেছিলেন সুউচ্চ পর্বতমালা। তারা কোনো পার্থিব বিনিময় কামনা করেননি, শুধু রবের সন্তুষ্টি

[১] আগস্ট, ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ

ছিল তাদের কাম্য। শত্রুর অস্ত্র যখন তাদের উপর আঘাত হানছিল, তখন তারা রবের সাথে কৃত ওয়াদার সত্যায়ন করেছিলেন।

উমাইয়াদের সময় সমগ্র মুসলিমবিশ্ব একজন খলিফার অধীনে শাসিত হতো। দামেশকের প্রাসাদে বসে খলিফা যে ফরমান জারি করতেন, তা পৌঁছে যেত আন্দালুস থেকে সিন্ধ, সমরকন্দ থেকে কাইরাওয়ান- সর্বত্র। এটি ছিল উমাইয়াদের কৃতিত্ব। তাদের পর কখনো মুসলিমবিশ্ব এভাবে একজন খলিফার অধীনে শাসিত হয়নি।

উমাইয়াদের শাসনামলে মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র দাফতরিক ভাষা হয়ে ওঠে আরবি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আদেশ দেন বিজিত অঞ্চলের সরকারি নথিপত্র আরবিভাষায় লেখার।[২] এই আদেশের ফলে আরবি হয়ে ওঠে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাষা। আব্বাসি আমলে খলিফা মামুন আরবিভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুবাদ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার বহু আগে উমাইয়াদের আমলেই আরবিকে সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

উমাইয়ারা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করার প্রাথমিক কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের আদেশে ইবনে শিহাব যুহরি রহ. হাদিসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর তা মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল।[৩] মোটাদাগে বলতে গেলে, উমাইয়ারা ছিল প্রজাবান্ধব শাসক। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ তার যুগের প্রখ্যাত আলেম আবু বকর বিন ইয়াশ রহ. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শাসক হিসেবে কারা উত্তম—আমরা নাকি উমাইয়ারা? আবু বকর বিন ইয়াশ রহ. জবাব দিয়েছিলেন, তারা ছিল প্রজাবান্ধব। আর তোমরা সালাতের প্রতি তাদের চেয়ে বেশি যত্নশীল।[৪]

ইবনে হাজম উমাইয়াদের সম্পর্কে লিখেছেন, তারা প্রাসাদ-নির্মাণ ও সম্পদ জমা করার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায়নি। জনসাধারণকে তারা কখনো ইয়া

[২] আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার- ১/১৮৪
[৩] জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/৩৩১
[৪] তারিখু মাদিনাতি দিমাশক- ৫৭/৩৩২

সাইয়িদি বা ইয়া মাওলায়ি বলে সম্বোধন করতেও বাধ্য করেনি। শাসকের সামনে এসে মাটিতে বা হাতে চুম্বন করার প্রথাও তারা প্রবর্তন করেনি।[৫]

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়াদের নানা অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের মারাত্মক কিছু ত্রুটি ছিল, যা তাদের সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে ক্ষয়ে দিয়েছিল। তারাই প্রথম গোত্রগত পক্ষপাতিত্বের বিষবৃক্ষ রোপণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উমাইয়ারা তা থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছিল। ফলে মানুষ ইসলামি ভ্রাতৃত্বের চেয়ে গোত্রগত সম্পর্ককে বেশি মূল্য দিতে থাকে। প্রকট হয়ে ওঠে আরব-অনারব দ্বন্দ্ব। উমাইয়াদের শাসনামলে কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটে। যার ফলে জনমত তাদের বিপক্ষে চলে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার শাসনামলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে হত্যা করা হয় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে। এ সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বাহিনীর আক্রমণে কাবা শরিফের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে উমাইয়াদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছিল বিদ্রোহ করা। আর উমাইয়াদের শাসনামলে তা-ই হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছে। হিশাম বিন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন জায়েদ বিন আলি বিন হুসাইন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আবদুর রহমান বিন আশআস ও সাইদ বিন যুবাইর। এসব বিদ্রোহ ছাড়াও খারেজিদের উৎপাত লেগেই ছিল। ক্রমাগত এসব লড়াই উমাইয়াদের নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উমাইয়াদের একটা বড় ভুল হলো, তারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি সাম্রাজ্যে যোগ্য মানুষের সংখ্যা সবসময়ই কম থাকে। যদি সাম্রাজ্য তাদেরকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সেই

[৫] রাসাইলে ইবনে হাযম, ২/১৪৬

সাম্রাজ্য দুর্বল হতে বাধ্য। উমাইয়াদের শাসনামলে এটাই হয়েছিল। তারা হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবিদের হত্যা করেছিল। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, কুতাইবা বিন মুসলিম, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আল কাসরি, ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের মতো যোগ্য সেনাপতিদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জের ধরে হত্যা করেছিল উমাইয়ারা। স্পেন-বিজেতা মুসা বিন নুসাইরকে তারা কারাগারে বন্দি করে রাখে। সেখানেই তিনি ধুঁকে ধুঁকে মারা যান। উমাইয়ারা এই যোগ্য মানুষদের হত্যা করার মাধ্যমে নিজেদের অজান্তেই সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে করে ফেলে।

উমাইয়াদের শেষ শক্তিশালী খলিফা ছিলেন হিশাম বিন আবদুল মালিক। তিনি বিশ বছর শাসন করেছিলেন। হিশাম আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। বিশেষ করে ইমাম আওজায়ি ও ইমাম ইবনে শিহাব যুহরির সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তার সময়ে কয়েকটি বিদ্রোহ হলেও তিনি সফলতার সাথেই তা দমন করেন। ১২৫ হিজরির রবিউস সানিতে (৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি ইনতেকাল করেন। আর তখন থেকেই উমাইয়াদের পতনের সূচনা হয়।

আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা

উমাইয়াদের উপর নানা কারণে অনেকে ক্ষিপ্ত ছিল। তাদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের মাধ্যমে। উমাইয়াদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বনু হাশিম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই গোত্রেরই সদস্য। বনু হাশিমের কেবল দুটো পরিবারের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ছিল। একটি ছিল নবীজির চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার, অন্যটি ছিল হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার। নবী-পরিবারের সদস্য হওয়ার ফলে এই দুই পরিবারের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থাও ছিল পরিপূর্ণ। এ সম্পর্কে ইমাম জাহাবি লিখেছেন, হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারকে মানুষ অত্যন্ত ভালোবাসত। সবাই চাইত তাদের কাছেই নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এটি ছিল নবী-পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও মারওয়ান বিন হাকামের পরিবারের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ।[৬]

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৬/৫৮

সাধারণ মানুষ দুই কারণে বনু উমাইয়ার চেয়ে আহলে বাইতকেই বেশি ভালোবাসত। প্রথমত, তাদের সাথে নবীজির আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা। দ্বিতীয়ত, বনু উমাইয়ার হাতে তাদের নির্যাতিত হওয়া।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের যে দলটি ছিল তাদেরকে বলা হতো আলাবি। হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের পর আলাবিরা দুই ভাগ হয়ে যায়। এক দলের বক্তব্য ছিল পরবর্তী নেতা হবেন হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরদের কেউ। তাদের যুক্তি ছিল হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধররাই নেতৃত্বের জন্য অধিক উপযুক্ত। এদেরকে বলা হতো ফাতেমি। অপরদল চাইত হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৎভাই মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে নেতা বানাতে। তাদের যুক্তি ছিল হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে নিকটজন। ফলে তিনিই নেতৃত্বের উপযুক্ত। পরবর্তীকালে ফাতেমিরা দুই ভাগ হয়ে যায়। একদল জায়েদ ইবনে আলি বিন হুসাইনকে নেতা মেনে নেয়। তাদেরকে বলা হতো জায়দি। অন্যদল বাইয়াত নেয় ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের হাতে। তাদেরকে বলা হতো ইসমাইলি।

হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। তার ছেলে বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। তার ছেলে আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস। তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই রাতে, যে রাতে খারেজি ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে। আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ছিলেন একজন যাহেদ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি। অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করার কারণে তাকে সাজ্জাদ বলে ডাকা হতো। মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রশংসিত। খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তাকে খুব সম্মান করতেন। ১১৭ বা ১১৮ হিজরি সনে (৭৩৫ বা ৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি ইনতেকাল করেন।[৭]

তার বড় সন্তানের নাম মুহাম্মদ বিন আলি। তিনি ছিলেন সুঠামদেহী ও সুদর্শন। ইলম, হেকমত ও ইবাদতে ছিলেন অগ্রগামী। পিতার মতো তিনিও

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৫/২৫২; তারিখু মাদিনাতি দিমাশক- ৪৩/৩৮

মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বসবাস করতেন হুমাইমা[৮] এলাকায়। এই এলাকাটি ছিল ফিলিস্তিন ও দামেশকের মাঝামাঝি।

উমাইয়া শাসনের শুরু থেকেই আলাবিরা উমাইয়াদের সাথে একের পর এক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসত। যদিও আলাবিরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিল; কিন্তু উমাইয়াদের হটানোর ব্যাপারে তারা ছিল একমত। উমাইয়ারা আলাবিদের প্রতিটি বিদ্রোহ নিষ্ঠুরতার সাথে দমন করে। আব্বাসিরা আলাবিদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা কখনো উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করেনি। বরং তারা মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিল। উমাইয়াদের বিরোধীপক্ষগুলো বিদ্রোহের পাশাপাশি জনগণকে নিজেদের দিকে টানতে সচেষ্ট ছিল। তারা বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠিয়ে আহলে বাইতের প্রতি লোকজনকে সহানুভূতিশীল করে তুলত। তাদেরকে শোনানো হতো আহলে বাইতের ফজিলত। আলাবি ও আব্বাসিরা পরস্পরের তৎপরতা বেশ ভালোভাবেই জানত। তবে তারা নিজেরা কখনো দ্বন্দ্বে জড়ায়নি। কারণ, সবার লক্ষ্য ছিল একটাই; যেকোনো মূল্যে উমাইয়াদের পতন ঘটানো।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে উমাইয়া-বিরোধী তৎপরতা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে আব্বাসিদের ভাগ্য খুলে যায়। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার পর তার দলের নেতৃত্ব দেন তার ছেলে আবু হাশিম আবদুল্লাহ। আবু হাশিম ছিলেন নিঃসন্তান। জীবনের শেষদিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে তিনি নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন কাকে, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। এই চিন্তা থেকেই তিনি হুমাইমা চলে যান। সেখানে আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের সন্তানেরা বসবাস করত। তাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন মুহাম্মদ বিন আলি। তিনি ছিলেন আবু হাশিমের ছাত্র। আবু হাশিম নিজের যাবতীয় অধিকার মুহাম্মদ বিন আলির হাতে অর্পণ করেন। একইসাথে নিজের অনুসারীদের আদেশ দেন আগামীতে তারা যেন মুহাম্মদ বিন আলির নির্দেশনা মেনে চলেন এবং তাকেই নিজেদের ইমাম বা নেতা মেনে নেন। আবু হাশিমের এই অসিয়তের ফলে আলাবিদের একটি বড় অংশ আব্বাসিদের সাথে মিলে যায়।

[৮] বর্তমানে এটি সিরিয়ায় অবস্থিত